প্রাপ্তি হইতে পারে, সে বিষয়ে অজামিলচরিত্রই দৃঢ় আদর্শরূপে প্রদর্শিত হইলেন। ৬।২।১৬০ ॥

তবে যে ভরত মহাশয়ের মৃগশরীর ত্যাগ করিবার সময় শ্রীনারায়ণাদি-নাম গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণদেহে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছু নাই। অর্থাৎ যদি কোনও বাদী এইরূপ প্রশ্ন করেন যে—অন্তিম সময়ে শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া শ্রীঅজামিল যেমন বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করতঃ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীভরত মহাশয় মৃগশরীর ত্যাগ করিবার সময় শ্রীনারায়ণাদি নাম উচ্চারণ করিয়াও বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পারিলেন না কেন? এবং তাঁহার ব্রাহ্মণদেহে জন্মগ্রহণই বা কেন হইল? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীভরত মহাশয়ের দেহান্তর প্রাপ্তি হইলেও ঐ দেহেই তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন; যেহেতু তাঁহাদের মত মহাপুরুষগণের হৃদয়ে সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইপ্রকার অজামিলের শ্রীহরি-প্রিয়পার্শ্বদগণের দর্শনলাভের পর পাঞ্চভৌতিক পূর্ব্বদেহ যতদিন ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে অনবরত শ্রীভগৎস্ফূর্ত্তি হইতেছিল। অতএব, মরণ-সময়ে একবার ভজন করিবার পরেই যে সাধক কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে, এ বিষয়ে কখনই ব্যভিচার ঘটে না। এই অভিপ্রায়ে ২।১ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন্! সাঙ্খ্য (আত্ম অনাত্মবিবেক অথবা প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক) এবং অষ্টাঙ্গ যোগ ও স্বধর্ম্ম-পরিনিষ্ঠা দ্বারা অন্তে নারায়ণস্মৃতিই জন্মগ্রহণের মুখ্যফল। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদ টীকাতেও বলিয়াছেন—সাঙ্খ্য প্রভৃতি সাধনের সাধ্য নারায়ণ-স্মৃতি। সেই সকল সাধনে স্বতন্ত্রভাবে অন্য কোনও কিছু প্রাপ্তি হইলে তাহাকে লাভ বা ফল বলা হইবে না। কিন্তু নারায়ণস্মৃতিই সেই সকল সাধনের সাধ্য অর্থাৎ লাভ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অন্তিম সময়ে শ্রীনারায়ণ-স্মৃতি কিন্তু পরম লাভ। অন্তিম সময়ে শ্রীনারায়ণস্মৃতির মহিমা বলিতে কেহই সমর্থ নয়। শ্রীনামকৌমুদীকারও বলিয়াছেন—অন্তিম সময়ে শ্রীনারায়ণের স্মৃতি নিখিল সাধ্য হইতে পরমশ্রেষ্ঠ। ১৬২।

অতএব অন্য সময়েও পুত্রোপচারিত নারায়ণ নাম গ্রহণকারী অজা-মিলের প্রথম উচ্চারিত নাম প্রভাবেই নিখিল পাপরাশি ক্ষয় হইলেও মরণসময়ে যে নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রশংসাই শোনা যায়। প্রথমোচ্চারিত নামপ্রভাবেই যে অজামিলের নিখিল পাপরাশি নাশ হইয়াছিল, এবিষয়ে ৬।২ অধ্যায়ে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া